গল্প/গদ্য

শাশ্বতী সরকার

দাঁড়িয়ে আছি,

বর্ষার স্থির জল। জল--ধুলোর আড়াল থেকে সন্ন্যাসী পাতাটিকে বের করে আনে। যা অতিরিক্ত, তার ক্ষতির কাছে এখন গাছ নিজেকে সঁপেছে। জমা জলে পড়েছে কুটোপাতা, তার উপর ঘুরে ঘুরে মাকড়সা জাল তৈরি করেছে।

আগে, অনেক আগে পায়ার নিচে ইট রেখে খাট উঁচু করা চলত। জানালায় টাঙিয়ে দেওয়া হত ভিজে পর্দা বা বিছানার চাদর। কারা পথ দিয়ে যায়-- তাদের ছায়াছবি উলটো দিকে মুখ করে সেই দেওয়ালে হেঁটে যেত। ঘরের বাইরে যে বাগান, সেইখানে দুপুরের কড়ারোদ গাছের কচি ডগা, শিশুর ঠোঁটের মতো কুঁড়ি--অবশ করে দেয়। মাধুরীলতা ফুলের এক এক সময় একেকরকম মন। এই দুপুরে সে নিজের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে ভাবে? তার গন্ধে আমার বোধ হয়, বর্ষাকালে জল সরে যাবার পরেকার কথা। কে দাঁড়াতে বলেছিল, বলেছিল আসবে। জল সরে গেলে ছেলের পিঠে মারের দাগের মতো ভারী সাপের সরে যাওয়ার রেখায়িত শব্দ পড়ে থাকে। জলের উপর দুর্যোগ কেটে যাওয়া আকাশের নীল রঙের আঘাত এসে পড়েছিল। ফুঁ দিয়ে টলানো যায় না, এই জলতল। তুমি, দু'দিনের সুজন, চলে গ্যাছো। মাথায় নীল আকাশের গায়ে অল্প অল্প শাদায় আঁকা অলকাতিলকা--আকাশ এক তোরঙ্গ। এত কথা নিয়ে হঠাৎ চলে গেলে ফাঁকা লাগে সবকিছু-- আমার গ্রীষ্মদিনের আবাস সেই খাটের তলা যেরকম একলা হয়ে থাকত। শুধু ঠাকুমার পাঁচালির বই। অন্নদামঙ্গল। আর একখানি বড়সড় রামায়ণ। আজ ক'দিন তাঁকে খুব মনে পড়ছে। তিনি আমার ইশকুলের আগের ইশকুল ছিলেন। জলের বালতি থেকে পিঁপড়ে তুলে ফেলে দিতেন। গায়ে মশা বসলে মারতেন না। জাঁতি করে সুপুরি কুঁচোতেও যেন তাঁর লাগত! তাঁর চলে যাওয়ার পর প্রথম টের পেলাম নিঃসঙ্গতা কেমন।

আর এই এখন গাঙ উপচে আসা জল। অতিধীর গতি, ঘরে ঢুকে ছোটোছেলে তুলে নিয়ে যাওয়া-শেয়ালের মতো ধুর্ত।

দাঁড়িয়েই থাকি। দেখি মুখের ভেতর ঢুকে জিভ খেয়ে ফেলছে, চোখের মণি ঠুকরোচ্ছে ঝকঝকে, লাল-হলুদ শৌখিন মাছ, তাদের মাছ বলে চেনা যায় না। চেনার দায় কি একা আমার? তারাও তো দেখা আর বলার পূর্ণ লোপ ঘটালে পারে! সবটুকু কিছুতেই শেষ করে না, খালি আসবে বলে, কেবল দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় যে চলে যায়..!

Copyright © 2019 Saswati Sarkar Published 1st Nov, 2019

শাশ্বতী সরকার পানাগড়ে থাকেন। বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা মানকর কলেজ থেকে। গদ্য ও কবিতা দু'য়েই স্বচ্ছন্দ। না-না পত্র-পত্রিকায় লেখেন। ফেসবুকেও। আপাতত প্রকাশিত কোনো বই নেই।